MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

ন্যায়দর্শনের জ্ঞানতত্ত্বে যোগের মনোবিজ্ঞান

Dr. Rajesh Pramanik
Guest Faculty
Department of Sanskrit Studies
University of Hyderabad

শোধসারাংশ

ন্যায়দর্শনে প্রমা, প্রমাণ, প্রমেয়, এবং প্রমাতা ইত্যাদি বিশদে আলোচিত হওয়ার সঙ্গে জ্ঞানের উৎস, ভ্রান্তি ও উপলব্ধির ধারা ও মনোবিজ্ঞানের সীমা নির্ধারিত হয়েছে। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, সর্বব্যাপী, নিত্য ও অবয়বরহিতরূপে গৃহীত হয়েছে, যার গুণসমূহ হল- ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন ও বুদ্ধি ইত্যাদি। ন্যায় মতে, জ্ঞান প্রক্রিয়া ইন্দ্রিয়-মন-আত্মার পারস্পরিক সংযোগের ফলে ঘটে এবং স্মৃতি ও সংস্কার আত্মায় স্থায়ী হয়। জ্ঞানতত্ত্বে ন্যায়দর্শন লৌকিক ও অলৌকিক প্রত্যক্ষের ভেদ করেছে এবং ভ্রম সম্বন্ধে অন্যথাখ্যাতিবাদের উপস্থাপন করেছে। নৈয়ায়িকরা চৈতন্যকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম না বলে, গুণস্বরূপ বলেছেন। যা মুক্ত অবস্থায় নিবৃত্ত হয়। ভারতীয় দর্শনের সর্বজনীন লক্ষ্য হল মোক্ষ। ন্যায়দর্শন অনুযায়ী, মোক্ষ আত্মার ইন্দ্রিয়বদ্ধ অবস্থার অবসান ও সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির ঐকান্তিক নিবৃত্তির নামমাত্র।

সুতরাং ন্যায়দর্শনে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, স্মৃতি, সংস্কার, প্রযত্ন, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞান বিষয়ক ধারণার দার্শনিক বিশ্লেষণ প্রতিফলিত হয়েছে। যোগ ও মনোবিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক মানবাচরণ, মানসিকাবস্থা ও শরীর-মন-চেতনার সমন্বিত অধ্যয়নের পথ নির্দেশ করে। ন্যায়দর্শন যোগ ও মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করেছে; যা জ্ঞানতত্ত্ব, আত্মা ও মনের সম্পর্ক এবং মুক্তির ধারণা দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক সমন্বয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

কূটশব্দ- ন্যায়, যোগ, মনোবিজ্ঞান, আত্মাতত্ত্ব, মন, প্রযত্ন, জ্ঞানতত্ত্ব, পদার্থ।

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

মহর্ষি পাণিনি 'যোগ' শব্দের ব্যুৎপত্তি 'যুজির্ যোগে'[i], যুজ্ সমাধৌ'[ii] তথা 'যুজ্ সংযমনে' এই তিন ধাতু দ্বারা স্বীকার করেছেন। আবার 'যুজ্যতে অস্মিন্ ইতি যোগঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও যোগ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যোগ শব্দ 'যুজ্'[iii] ধাতু 'ঘঞ্' প্রত্যয় দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এখানে 'যুজ্' ধাতুর অর্থ সংযুক্ত করা বা যুক্ত করা। পতঞ্জলি যোগদর্শনে 'যোগ' শব্দ সমাধি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।[iv] যোগ, একাগ্রতা, সমাধি প্রভৃতি শব্দ প্রায় সমার্থক অর্থ বহন করে। পতঞ্জলি যোগদর্শনে দ্বিতীয় সূত্র যোগ শব্দের অর্থ ব্যক্ত করেছে- 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'[v] অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ নামে পরিচিত।

অপর দিকে মনোবিজ্ঞানের শাব্দিক অর্থ হল 'মনের বিজ্ঞান' বা 'মন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান'। ইংরেজীতে সাইকোলোজী (Psychology) শব্দটি দুটি গ্রীক্ শব্দ থেকে ব্যুৎপত্তি হয়েছে। একটি হল 'Psyche' যার অর্থ 'Soul' বা আত্মা এবং অপরটি হল 'Logos' বা 'Science' যার অর্থ হল 'বিজ্ঞান'। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত শাব্দিকার্থ হল 'আত্মার বিজ্ঞান'[vi]। মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের বিষয় হল মন অথবা আত্মার অধ্যয়ন করা। পাশ্চাত্য বিচারধারানুযায়ী মন ও আত্মা পর্যায়বাচী শব্দ কিন্তু ভারতীয় মনোবিজ্ঞানে মন ও আত্মা নিতান্ত পৃথক্ বলে গণ্য হয়েছে। আত্মা চেতন সত্তা কিন্তু মন জড় প্রকৃতির বিকৃতি স্বরূপ। সমস্ত বিশ্ব জড় তত্ত্ব প্রকৃতিরই অভিব্যক্তিমাত্র। এই জড়তত্ত্ব চেতন তত্ত্ব থেকে ভিন্ন, তা বিপরীত ত্রিগুণাত্মক, পরিণামী, অচেতন এবং ক্রিয়াশীল। এখন কথা হলো যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব নয়। সুতরাং চিত্ত অধ্যয়নের সাথে সাথে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধ্যয়নও অত্যন্ত আবশ্যক। মস্তিষ্ক, স্নায়ু আদি জ্ঞানের সাধন হওয়ার জন্য মনোবিজ্ঞানের অধ্যয়নেরও বিষয়।[vii] বৃত্তি দ্বারা যেমন সদৃশ সংস্কার উৎপন্ন হয় এবং তেমনি সেই সংস্কার থেকে বৃত্তিও উৎপন্ন হয়। এইভাবে ক্রম চলতে থাকে, তদনুরূপ মনুষ্য ব্যবহারও।

সম্পূর্ণ ভারতীয় জ্ঞান যে ব্যবহারিক এবং ক্রিয়াত্মক তা সর্বজন বিদিত। পাশ্চাত্য দর্শন সদৃশ ভারতীয় দর্শনসমূহের উদয় কেবল উৎসুকতা এবং আহার্য সম্পূর্ণ নয়, আমাদের সমস্ত দর্শন জীবনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। দার্শনিক অন্তর্গত জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞান অধ্যায়ন মূলতঃ দার্শনিক অন্তর্গত। বহুবর্ষ আগে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান দর্শনেরই অঙ্গ ছিল। কিঞ্চিত বছর আগে তা স্বতন্ত্র রূপে বিকশিত এবং

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে সমস্ত ভিন্ন-ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা আছে। ভারতীয় দর্শনকে ছয়টি প্রধানরূপে স্বীকার করা হয়েছে। এইগুলির মধ্যে ন্যায়দর্শনে যোগ এবং মনোবিজ্ঞান বিষয়ে এখানকার আলোচ্য বিষয়।

'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থানানং তত্ত্ব-জ্ঞান্নান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'[viii] আদি রূপে ১৬ পদার্থ সমূহের উল্লেখ রয়েছে। প্রমা জ্ঞান প্রাপ্ত করার সাধনের নাম প্রমাণ। প্রমা দ্বারা কোন বস্তু বলতে বোঝায়, যে বস্তু যেমন প্রকারক, সেই বস্তু তেমন প্রকারক। সেই বস্তুর অবাস্তবিক জ্ঞান অপ্রমা। অপ্রমা মূলতঃ চার প্রকারের, যথা- ১.স্মৃতি ২.সংশয়, ২. ভ্রম এবং ৪. তর্ক। এই চারটি অপ্রমার বর্ণনা ন্যায়দর্শনে অযথার্থ জ্ঞানে মহর্ষি গৌতম করেছেন। যা মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের বিষয়। জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞান সম্ভব নয়। অতএব চেতন সত্তাই জ্ঞাতা, যা প্রমাতারূপে জ্ঞাত। জ্ঞানের বিষয়ই প্রমেয় নামে পরিচিত- আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ বুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষ প্রেত্যভাব ফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।i[x] আত্মা, শরীরেন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), বুদ্ধি, মন (যার মাধ্যমে সুখ-দুঃখাদির বোধ হয় এবং যা পরমানুরূপ হওয়ার জন্য এককসময়ে একই বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করে), প্রবৃত্তি, দোষ, পুনর্জন্ম, ফল (দোষ দ্বারা প্রাপ্ত সুখ অথবা দুঃখের অনুভব), দুঃখ, মোক্ষ ইত্যাদি বারটি প্রমেয়ের বর্ণনা ঋষি গৌতম করেছেন, যা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।[x]

আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত। ন্যায়দর্শন অনুসারে আত্মা, জ্ঞানের আশ্রয়, অপূর্ব, দেশকালাতীত, বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী, নিরবয়ব, নিত্য, অজন্মা, অমর, অনাদি, অনন্ত এবং অসীম। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও বুদ্ধি প্রভৃতি জীবাত্মার গুণ। ন্যায়দর্শনে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ভেদে আত্মার দুই প্রকার প্রভেদ মান্য হয়েছে।[xi] এই দর্শনানুসারে প্রত্যেক প্রাণীতে পৃথক্-পৃথক আত্মা রয়েছে। শরীর, মন, ইন্দ্রিয় তথা বিজ্ঞান-প্রবাহ থেকে আত্মা পৃথক্। কিন্তু এরা আত্মাকে দ্রব্য স্বীকার করেছেন।সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এরং বুদ্ধি আদি গুণের কারণে তা অন্যান্য দ্রব্য থেকে ভিন্ন। বুদ্ধির কারণে তা চৈতন্যের আশ্রয় স্বরূপ। শরীর এবং ইন্দ্রিয়ে চৈতন্য থাকে না। আত্মাতেই অহঙ্কার পর্যবসিত। সংস্কার আত্মাতে থাকে এবং যার ফলে স্মৃতির

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

উদ্ভব হয়। আত্মা ধর্ম এবং অধর্ম গুণযুক্তও হয়ে থাকে। জ্ঞানের ক্রিয়া, যার দ্বারা আত্মার বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। যার ক্রম হল- আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যবিষয়ের সংযোগ হয়ে থাকে, মনের দ্বারা আত্মার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। আত্মা জ্ঞাতা স্বরূপ এবং মন জ্ঞানের করণ স্বরূপ অর্থাৎ মন জ্ঞানের সাধনমাত্র ছাড়া আর কিছু নয়। মন ব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয়বিষয় সন্নিকর্ষ দ্বারা আত্মার জ্ঞান প্রাপ্তি সম্ভব নয়। মন আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সেটি পরমাণুরূপ হওয়ার জন্য বহু বস্তুসমূহের একসাথে জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। ধ্যান মন সংযোগস্বরূপ। আত্মা প্রযত্ন দ্বারা যে ক্রিয়া হয়ে থাকে সেটি হল- ইন্দ্রিয়ের সাথে সরাসরি প্রয়ত্নের কোনো সম্বন্ধ নেই। তা আত্মার সাথে সংযুক্ত মন ও কর্মিন্দ্রিয়ের সঙ্গে। সেজন্য মনের দ্বারাই তার ক্রিয়া হয়। মন পরমাণুরূপ হওয়ার জন্য একসময়ে এক কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা এক ক্রিয়াই সম্ভব হয়। কিন্তু অতি চঞ্চল হওয়ার কারণে মন শীঘ্রতয়া শীঘ্র এক কর্মেন্দ্রিয় থেকে অন্য কর্মেন্দ্রিয় পর্যন্ত পৌঁছে তার ক্রিয়া সফল করার জন্য তৎপর হয়। এছাড়াও মন অতিরিন্দ্রিয় স্বরূপ, যার ফলে সংস্কার স্মৃতিরূপে উত্তেজিত হয়। কিন্তু বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা উত্তেজিত হয় না। মন দ্বারাই সুখ-দুঃখাদির অন্তর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। তবে ইন্দ্রিয়গুলি স্বতন্ত্ররূপে জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম নয়। এরা স্মৃতি আদি জ্ঞান দ্বারা মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। মন পরমানুরূপ, তাই মন এক সময়ে একটিই বিষয়ের জ্ঞান প্রদানে সমর্থ অর্থাৎ এক সময়ে একটিই বিষয়ের উপরে জ্ঞান করতে পারে।[xii] কিন্তু গতিশীলতার জন্য পৌর্বাপর্যের জ্ঞান না হয়ে একসঙ্গে বহু বিষয়ের জ্ঞান হওয়ার ভ্রম হয়। জ্ঞান প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মার বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ প্রথমে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে সন্নিকর্ষ হয়, তারপর বিষয়ের সাথে মনের সংযোগ হয় এবং মনের দ্বারা আত্মার জ্ঞান হয়ে থাকে।[xiii] যা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নামে পরিচিত। মনের সম্বন্ধ ব্যতীত কোন প্রকারের জ্ঞান প্রাপ্ত সম্ভব নয়। মনের সাথে আত্মা সর্বদাই নিরন্তর সম্বন্ধযুক্ত, আত্মা বিভূ হওয়ার জন্য। মন নিরন্তর আত্মার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার ফলেও ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া সম্বন্ধিত রূপে পুনরায় আত্মার সাথে মনে নতুন সংযোগে জ্ঞান হয় না।

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ নিত্য কিন্তু মানব প্রত্যক্ষ অনিত্য বলা হয়েছে। অনিত্য প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক এবং সবিকল্পক ভেদে দুই প্রকার। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ লৌকিক এবং অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক প্রত্যক্ষ

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

ইন্দ্রিয়সমূহের ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের কারণে ছয় প্রকারের।[xiv] যেখানে অলৌকিক প্রত্যক্ষ সামান্য লক্ষণা, জ্ঞান লক্ষণা এবং যোগজ ভেদে তিন প্রকার। এইভাবে জ্ঞানবিষয়ে ন্যায়দর্শনে বিপুল বিশদ বর্ণনা রয়েছে। অযথার্থ অথবা ভ্রমের বিষয়ে পঞ্চখ্যাতিবাদের মধ্যে অন্যথাখ্যাতিবাদের সিদ্ধান্ত রয়েছে-

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথাহনির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্"।[xv]

এই অনুসারে ভ্রমে আমরা বস্তু বিষয়ের সেই সেই গুণের প্রত্যক্ষ করে থাকি, যেগুলি বিষয় বিশেষে কালবিশেষ ও স্থলবিশেষে বিদ্যমান নেই কিন্তু অন্যত্র বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যক্ষও হয়। ন্যায়দর্শনে দুইপ্রকার লৌকিক প্রত্যক্ষের কথা বলা আছে। প্রথমত, বাহ্য তথা আন্তর ভেদে দুই প্রকার এবং দ্বিতীয়ত, তিন প্রকার বলা হয়েছে- ১. নির্বিকল্পক, ২.সবিকল্পক এবং ৩.প্রত্যভিজ্ঞা ইত্যাদি।[xvi] নৈয়ায়িক সম্মত এই তিন প্রকার ভেদ বৌদ্ধ তথা অদ্বৈত বেদান্তিগণ স্বীকার করেন নি।[xvii] নৈয়ায়িকেরা বুদ্ধি (জ্ঞান), সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন ইত্যাদিকে আত্মার গুণ বলে স্বীকার করেছেন।[xviii] সাংখ্য-যোগে বুদ্ধি আত্মা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলে বিবেচ্য। প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি এবং সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতি আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধিত ন হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধিত। ন্যায়দর্শন জীবকে প্রযত্নশীল, সুখী, দুঃখী ও জ্ঞানবান্ হওয়ার কারণে ক্রমশঃ কর্ত্তা, ভোক্তা এবং অনুভবী বলেছে কিন্তু সমস্ত গুণ শরীর থেকে আত্মা পর্যন্তই সম্বন্ধযুক্ত।[xix]ন্যায়-বৈশেষিকেরা চৈতন্যকেও আত্মাকে প্রারম্ভিক গুণ মেনেছেন। তারা চৈতন্যকে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম মানেন নি। কারণ মুক্ত অবস্থায় আত্মা শান্ত এবং নির্বিকার হয়ে যায়।

ন্যায়ানুসারে, নিঃশ্রেয়স আত্মার ইন্দ্রিয়াদির বন্ধন মুক্ত হওয়ার পরেই প্রাপ্ত হয়, যার ফলস্বরূপ সুখ, দুঃখ তথা সমস্ত প্রকারের অনুভূতি সমাপ্ত হয়ে যায়। এই প্রকারে আত্মার সুখ, দুঃখ এবং সব প্রকারের অনুভূতি থেকে ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে যায়। যা আত্মার চরম পরিণতি। প্রত্যএক ভারতীয় দর্শনের পরম উদ্ধেশ্য মুক্তি প্রাপ্তির উপায় ব্যক্ত করা। অতএব ন্যায়দর্শনে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় হল- শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। এখানে ন্যায়দর্শনও বেদান্ত তথা যোগের পথকেই অবলম্বন করেছে এবং সেই বিধি অনুসারেই

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

আত্মার নিরন্তর ধ্যান করার আদেশ প্রদান করে।[xx] প্রকৃতপক্ষে যোগমার্গকে কোন কোন ভাবে সমস্ত দার্শনিকেরা স্বীকার করেছেন। অল্প সংখ্যক পরিবর্তনের সাথে সেই অভ্যাসের নির্দেশ চার্বাক দর্শন বাদে বাকী সব দর্শনে করা হয়েছে।

ন্যায় অনুসারে, মোক্ষ আত্মার ইন্দ্রিয়াদির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পরেই প্রাপ্ত হয়। যার ফলস্বরূপ দুঃখ, সুখ এবং সমস্ত প্রকারের অনুভূতির সমাপ্তি হয়ে যায়। এইভাবে আত্মার দুঃখ, সুখ এবং সমস্ত প্রকারের অনুভূতি থেকে ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে যায়। এটাই আত্মার চরম অবস্থা। প্রত্যেক ভারতীয় দর্শনের চরম উদ্দেশ্য ক্রমানুসার মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় বলা। ন্যায়দর্শনে নিগ্রহ প্রাপ্তির উপায় হল- শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। যা যোগদর্শনানুরূপ। এখানে ন্যায় যোগমার্গকেই অবলম্বন করেছেন, আর সেই অনুসারেই আত্মার নিরন্তর ধ্যান করার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছেন। যোগপথকে কোন না কোন রূপে সমস্ত ভারতীয় দার্শনিকেরা অনুসরণ করেই চলেছেন। ফলে দৃষ্টিগোচর করা যেতে পারে যে, ন্যায়দর্শনে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয়, চেতনা, অনুভূতি, উদ্বেগ, প্রযত্ন (ক্রিয়া), স্মৃতি ইত্যাদি সমস্ত মনোবিজ্ঞান বিষয়সমূহের বিবেচনা করা হয়েছে। যোগ ও মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তির ব্যবহারের অধ্যয়ন হয়ে থাকে, যার জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পেয়ে থাকি। ব্যবহার এমন এক ক্রিয়া যার আমরা নিরীক্ষণ করে থাকি। মনের স্থিতির উপরে আমাদের ব্যবহার আধারিত। আমাদের সম্পূর্ণ ক্রিয়াসমূহে চিত্তের প্রজ্বলন পাওয়া যায়। শুধুমাত্র তাই নয়, শারীরিক অবস্থা দ্বারাও আমাদের চিত্ত প্রভাবিত হয়। মন ও শরীর অন্যোন্যাশ্রিত। এই কারণে যোগে শরীর নিয়ন্ত্রন থেকে চিত্তবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ মার্গের কথা বলা হয়েছে। অতএব যোগ এবং মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের বিষয় শরীর-শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডল, মস্তিষ্ক, চক্র, কুণ্ডলিনী, জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহ।

Endnotes

I. স্বাদিগণ, ধাতুপাঠ, পৃ০ ৪১
II. তৈ০ বৈ০, পৃ০ ৩
III. দিবাগিগণ, ধাতুপাঠ, পৃ০ ৩২

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

IV. পা০ যো০ সূ০, পৃ০ ৭
V. যো০ সূ০- ১/২
VI. শি০ মু০ ম০ বি০, পৃ০ ১
VII. একই, পৃ০ ৮
VIII. ন্যা০ সূ০ ১/১
IX. ন্যা০ সূ০ ১/৯
X. ন্যা০ ভা০, পৃ০ ৩৬-৩৭
XI. ত০ সং০, পৃ০ ১৭৪
XII. বৈ০ দ০, পৃ০ ৪১
XIII. ত০ ভা০, পৃ০ ৫৩
XIV. ত০ সং০, পৃ০ ৩১৩
XV. বে০ দ০, পৃ০ ৩১
XVI. ত০ ভা০, পৃ০ ৪৯
XVII. মী০ দ০ কা০ বি০ ই০, পৃ০ ২২২
XVIII. ত০ সং- ৪, পৃ০ ৪৪
XIX. ন্যা০ দ০, পৃ০ ৭৭
XX. বে০ সা০ (বিদ্বন্মঞ্জরী), পৃ০ ৮৩

Bibliography

- গজানন শাস্ত্রী, গ. (1992). *মীমাংসাদর্শন কা বিবেচনাত্মক ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ.* বারাণসী-: চৌখাম্বা বিদ্যাভবন.
- গম্ভীরানন্দ, স. (2021). *উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী (খণ্ড – ১,২,৩).* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়.

MANANAMEDINĪ ISSN: Applied
A Peer-Reviewed, Open-Access, Bimonthly, International Online Research Journal Dedicated to Research in Sanskrit & Allied Disciplines
Volume: 1, Issue: 1 (August-September) 2026
Website: www.mananamedinijournal.in
Email id: mananamedinijournal@gmail.com

- গোয়ন্দকা, হ. (২০৭৪ সংবৎসর). *ঈশাদি নৌ উপনিষদ্.* গোরখপুর: গীতাপ্রেস.
- ঠাকুর, র. (n.d.). *গীতবিতান.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ.
- পাল, ব. (১৪২০ বঙ্গাব্দ). *বেদান্তসার.* কোলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার.
- রাজারাম. (1921). *ন্যায়সূত্র (গৌতম প্রণীত, ন্যায়ভাষ্য সহিত).* লাহোর: বম্বে মেশিন প্রেস.
- শর্মা, র. ক. (১৯৮২). *মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিকম্).* দিল্লী: ইস্টর্ন বুক লিংকর্স.
- শাস্ত্রী, শ. (2016). *তর্কভাষা পঞ্চদশ সংস্করণ.* মেরঠ (উ. প্র.): সাহিত্য ভণ্ডার.
- সিংহ, চ. (1985). *মনোবিজ্ঞান.* ক্যালকাটা: মাদ্রাজ গুরুদাস চাটার্জী এণ্ড সনস্.
- সিংহ, জ. প. (২০১০). *নবীনবৈদিকসঞ্চয়নম্.* বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী.